এসটিআই
ও এইডস তথ্য

জানুয়ারী- জুন, ২০২১

এসটিআই ও এইডস তথ্য

জানুয়ারী- জুন, ২০২১

কিছু কথাঃ

চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় টিবি- লেপ্রসী ও এইডস/ এসটিডি প্রোগ্রাম সংক্রামক ব্যাধি বিশেষত যক্ষা, কুষ্ঠ, যৌনরোগ ও এইচআইভি / এইডস নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য সমন্বিতভাবে একটি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে কাজ করছে। এ সকল সংক্রামক রোগ নির্মূলের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রায় সুর্নিদিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যা অর্জন আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের দিকনির্দেশনায় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এইডস/ এসটিডি প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপি সরকারী, বেসরকারী, উন্নয়ন সহযোগীদের উদ্যোগে এইচআইভি বিষয়ক সচেতনতা, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল উদ্যোগ এইচআইভি বিষয়ক লক্ষ্য "২০৩০ সালের মধ্যে এইডস নির্মূল" কে ত্বরান্বিত করবে।

কর্মসূচির দৈনন্দিন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া, চলমান কর্মসূচি/ কার্যক্রম সম্পর্কে সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের অবগত করার জন্য এইডস/ এসটিডি প্রোগ্রাম চলতি বছর হতে ষান্মাসিক ভিত্তিতে "এসটিআই ও এইডস তথ্য" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকাশনায় চলমান সকল কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হল। যে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকান্ডের বিবরণ / প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক ডা: মো: শামিউল ইসলাম
পরিচালক, এমবিডিসি ও লাইন ডিরেক্টর
টিবি- এল ও এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

জাতীয় এইডস/এসটিডি কন্ট্রোল
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রাসঙ্গিকতা:

জাতীয় এইডস/ এসটিডি কন্ট্রোল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বছর থেকে ষান্মাসিক ভিত্তিতে কর্মসূচির অগ্রগতি, দেশ ও বিশ্বব্যাপি এসটিআই এবং এইচআইভি নিয়ে উদ্ভাবিত নতুন ধারনা, বেস্ট প্রাকটিস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রনয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রতিবেদনে জানুয়ারী- জুন, ২০২১ এর কর্মসূচি কেন্দ্রীক অগ্রগতিসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপস্থাপিত তথ্যসমূহ কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ প্রেরণ করেছে, যা হুবহু ছাপা হয়েছে। আশা করি এই প্রতিবেদন স্বাস্থ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সম্মক ধারনা দিতে সক্ষম হবে।

ডা: মোহাম্মদ অমিনুল ইসলাম মিঞা
পরিচালক, জাতীয় এইডস/ এসটিডি কন্ট্রোল,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

সূচিপত্র

সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য এইচআইভি সনাক্তকরণ সেবা: 4
কক্সবাজারের বলপূর্বক বাস্তচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক (রোহিংগা জনগোষ্ঠী) দের বর্তমান এইচআইভি পরিস্থিতি 4
চিকিৎসা কার্যক্রম: 4
প্রশিক্ষন কার্যক্রমঃ 5
এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমঃ 6
কারা অধিদপ্তরের সাথে যৌথ্য উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন কারাগারে আয়োজিত কর্মশালা 6
ভাসমান এবং সাধারণ জনসংখ্যার জন্য এইচআইভি পরীক্ষা প্রচারণা: কুমিলা, নারায়ণনগঞ্জ ও খুলনা 6
মা থেকে শিশুতে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ কার্যক্রম (পিএমটিসিটি): 7
বাংলাদেশে আইসিডিডিআর,বি এর ব্যবস্থাপনায় এইচআইভি (HIV) প্রতিরোধ কর্মসূচির অগ্রগতি (ডিসেম্বর ২০২০ - জুন ২০২১) 8
জাতি সংঘের উচ্চ পর্যায়ের সভায় এইচআইভি এবং এইডস নিয়ে গৃহীত রাষ্ট্রীয় ঘোষনাপত্র (Political Declaration): বৈষম্যের অবসান এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস নির্মুলকরণ 10
সেভ দ্য চিলড্রেন কর্তৃক বাস্তবায়িত এইচআইভি সেবা কার্যক্রম 10
যৌনবাহিত সংক্রমণ সার্ভিলেন্স, বাংলাদেশ 12
যৌনপল্লী ভিত্তিক যৌনকর্মী এবং তাদের ক্লায়েন্টের জন্য এসটিআই এবং এইচআইভি প্রতিরোধ পরিসেবা প্যাকেজ 12
কক্সবাজারে বলপূর্বক বাস্তচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক (রোহিংগা জনগোষ্ঠী) দের বর্তমান ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য এইচআইভি/এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ঃ আইওএম 14

সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য এইচআইভি সনাক্তকরণ সেবা:

এইচআইভি ভাইরাস এর ঝুঁকি সাধারন এবং ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠী উভয়েই বিদ্যমান বিধায় সাধারন এবং ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠী উভয়কে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এএসপি) সম্পূর্ন সরকারী ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল হতে বিনামূল্যে এইচআইভি পরীক্ষা কার্যক্রমসহ এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের সার্বিক চিকিৎসাসেবা প্রদান শুরু হয় যা বর্তমানে বর্ধিত করে ২৩ টি জেলার ২৪ টি সরকারী হাসপাতাল থেকে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে জানুয়ারী-জুন, ২০২১ খ্রি. মোট ৬ (ছয়) মাসের ২৪ টি সরকারী হাসপাতালের এইচটিসি/এআরটি কেন্দ্রে এইচআইভি পরীক্ষা কার্যক্রম বিবরণী নিচে দেওয়া হলো-

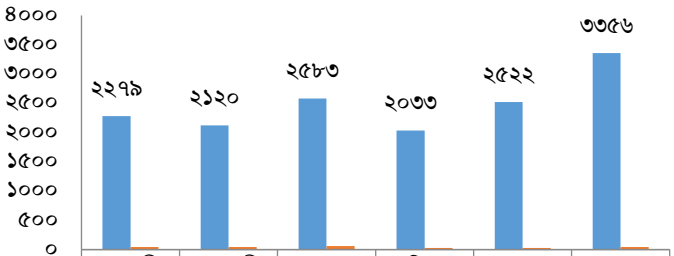

	জানুয়ারী-২১	ফেব্রুয়ারী-২১	মার্চ-২১	এপ্রিল -২১	মে-২১	জুন-২১
এইচআইভি পরীক্ষা	২২৭৯	২১২০	২৫৮৩	২০৩৩	২৫২২	৩৩৫৬
এইচআইভি পজিটিভ	৪৫	৪৫	৬২	২৬	৩০	৪৫

বর্ণিত বার ডায়াগ্রামে দেখা যাচ্ছে, জানুয়ারী-জুন, ২০২১ খ্রি. ৬ (ছয়) মাসে ২৪ টি সরকারী হাসপাতালের এইচটিসি/এআরটি সেন্টারে সাধারন এবং ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট ১৪,৮৯৩ টি এইচআইভি পরীক্ষা করা হয় যার মধ্যে ২৫৩ জনের মধ্যে পজিটিভ এইচআইভি পাওয়া যায়। বর্ণিত সকল এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তি এআরটি চিকিৎসাসেবার আওতায় রয়েছে।

কক্সবাজারের বলপূর্বক বাস্তচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক (রোহিংগা জনগোষ্ঠী) দের বর্তমান এইচআইভি পরিস্থিতি ঃ

বলপূর্বক বাস্তচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক (রোহিংগা জনগোষ্ঠীর) সামগ্রিক এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও সেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এএসপি) সম্পূর্ন সরকারী ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে এইচআইভি /এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। গত জানুয়ারী-জুন, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত মোট ৯৭ জন নতুন এইচআইভি রোগী সনাক্ত হয়েছে এবং এ প্রোগ্রামের আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৪৮৪ জন এআরটি সেবা নিচ্ছে।

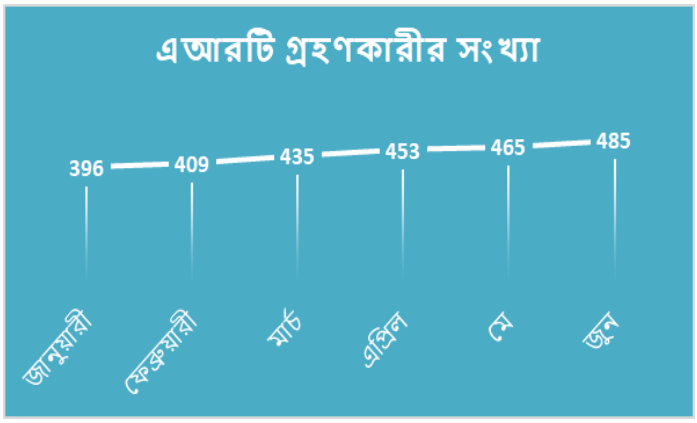

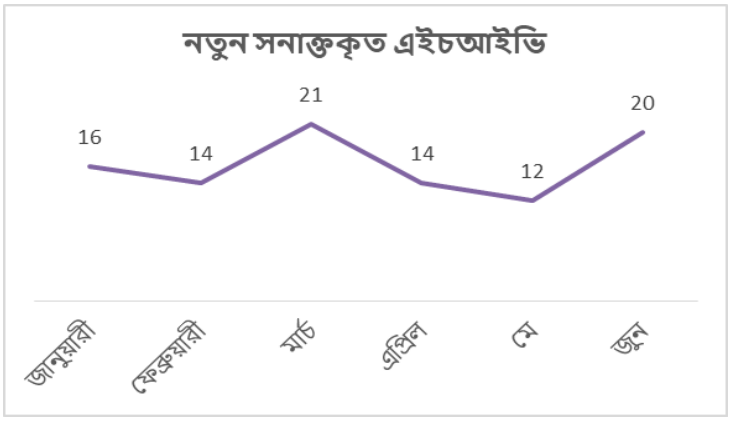

চিত্রঃ বলপূর্বক বাস্তচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বর্তমান এইচআইভি পরিস্থিতি

চিকিৎসা কার্যক্রম:

দেশের ১১ টি সরকারী হাসপাতালে ও ৮ টি এনজিও কর্তৃক পরিচালিত এইডস চিকিৎসা কেন্দ্রে বিগত জানুয়ারী- জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৪,৯২৭ জন এইডসে আক্রান্ত ব্যাক্তিকে চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়েছে। দেশে আনুমানিক ১৪,০০০ এইচআইভি কেস রয়েছে যার মধ্যে ৮৩৩৯জন সনাক্তকরা হয়েছে। বিগত ৬ মাসে নতুন ভাবে সনাক্তকৃত ৩০৭ জনের মধ্যে ২৫৯ জনকে চিকিৎসা সেবায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল রোগীকে বিনা মূল্যে এইডসের চিকিৎসা (এআরটি সেন্টার) সেবা দেয়া হয়।

যেসকল হাসপাতালে এইচআইভি টেস্ট ও এইডসের চিকিৎসা দেয়া হয়, তা নিম্নরুপ:

নং	হাসপাতালের নাম	সেবাসমূহ	নং	হাসপাতালের নাম	সেবাসমূহ
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, ঢাকা	এইচআইভি টেস্টিং (এইচটিসি) ও চিকিৎসা কেন্দ্র (এআরটি)	১৪	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	এইচটিসি
২	সংক্রামক ব্যাধী হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা	এইচটিসি ও এআরটি	১৫	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া	এইচটিসি ও এআরটি
৩	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা	এইচটিসি	১৬	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মৌলভিবাজার	এইচটিসি ও এআরটি
৪	মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা	এইচটিসি	১৭	এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট	এইচটিসি ও এআরটি
৫	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিডফোর্ড, ঢাকা	এইচটিসি	১৮	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা	এইচটিসি ও এআরটি
৬	৩০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, নারায়নগঞ্জ	এইচটিসি	১৯	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	এইচটিসি ও এআরটি
৭	শহীদ তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর	এইচটিসি	২০	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কক্সবাজার	এইচটিসি ও এআরটি
৮	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর	এইচটিসি	২১	উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কক্সবাজার	এইচটিসি ও এআরটি
৯	খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	এইচটিসি ও এআরটি	২২	শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল	এইচটিসি ও এআরটি
১০	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	এইচটিসি	২৩	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, পটুয়াখালী	এইচটিসি
১১	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, দিনাজপুর	এইচটিসি	২৪	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা	এইচটিসি
১২	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর	এইচটিসি	২৫	বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেচ্ছা মুজিব জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ	এইচটিসি
১৩	মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতাল	এইচটিসি			

প্রশিক্ষন কার্যক্রমঃ

এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পরিচর্যা ও এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রমগুলি সমন্বিত ভাবে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র হতে পরিচালনা করা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী উপর স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের পরিবেশ বিশেষ ভাবে অপবাদ বৈষম্যহীন ও গোপনিয়তা রক্ষার বিষয় নির্ভর করে। এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম গ্লোবাল ফান্ড এর আওতায় হাসপাতাল সমূহের কর্মরত চিকিৎসক, সেবিকা সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যে সকল বিষয় প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

অপারেশনাল প্ল্যানের অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (জুলাই ২০২০- জুন ২০২১)

প্রশিক্ষনের বিষয়	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ কাল	পদবী	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
এইচআইভি/এইডস বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ	৩	৩ দিন	নার্স	৭৫
এআরটি ও অপোরটুনেসটিক ইনফেকশন ব্যবস্থাপনা ও বিহেভিয়ার চেইঞ্জ কমিউনিকেশন	৩	৩ /৪ দিন	ডাক্তার	৭৪
এইচআইভি/এইডস কেস ডিটেকশন / কাউন্সিলিং	২	২/৩ দিন	মেডিকেল টেকনোলজিস্ট	৪৯
ট্রেনিং অন ডাটা এ্যানালাইসিস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড ডাটা ইউজ	২	২/৩ দিন	কাউনসিলর	৫০
এ্যাওয়ারনেস ডেভেলপমেন্ট ওর্য়াকশপ অন এইচ আই ভি/এইডস/ এসটিআই /মেডিকেল ইথিক্স, অপবাদ ও বৈষম্য	৪	১ দিন	কাউনসিলর	১০০

এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমঃ

এইচআইভি প্রতিরোধে এ এস পি-র ভূমিকা কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রমের সুষ্ঠ ব্যবস্থা পনা ও সমন্বয় সাধন, এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবাসহ অন্যান্য সেবা সমূহ নিশ্চিত করন। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সমূহের সহযোগিতা ও অংশগ্রহন নিশ্চিত করনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক এ্যাভোকেসি কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫টি স রকারী হাসপাতালে এ্যাডভোকেসি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট ২২৫জন চিকিৎসক, সেবিকা ও হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদানের সংঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, জেল সুপার, বেসরকারী হাসপাতাল প্রতিনিধি অংশগ্রহন করে। কর্মশালায় এইচআইভি ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়।

কারা অধিদপ্তরের সাথে যৌথ্য উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন কারাগারে আয়োজিত কর্মশালা

বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দীদের এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, যত্ন, চিকিৎসা এবং সহায়তা প্রদানের জন্য গত এপ্রিল - জুন ২০২১ পর্যন্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ; কেন্দ্রীয় জেল , নারায়ণগঞ্জ; কাশীমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার (পার্ট-২) এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে জাতীয় এইডস/ এসটিডি কন্ট্রোল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সার্বিক সহয়তায় ৩ট একদিন ব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

চিত্রঃ প্রিজন ইন্টারভেন্সনের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে কর্মশালার স্থির চিত্র

ভাসমান এবং সাধারণ জনসংখ্যার জন্য এইচআইভি পরীক্ষা প্রচারণাঃ কুমিলা, নারায়ণনগঞ্জ ও খুলনা

ফাষ্ট ট্র্যাক ষ্ট্র্যাটেজির প্রথম লক্ষ্য- অর্থ্যাৎ সম্ভাব্য আক্রান্তদের ৯০% কে সনাক্ত করা কর্মসুচির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এইডস / এসটিডি প্রোগ্রাম দেশের ৩টি জেলায় ভাসমান সাধরান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২ দিন ব্যাপি এইচআইভি টেস্টিং ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। স্থানীয় পর্যায়ের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেমন হাসপাতাল পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ক, সিভিল সার্জন কার্যালয় ও এনজিও পিআর/ এসআর দের সহযোগিতায় সাধারণ জনগণের মধ্যে এইচআইভি পরীক্ষা ও প্রচারের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়।

এইচআইভি পরীক্ষা ও প্রচারের মুল উদ্দেশ্য ঃ

- অসনাক্তদের সনাক্তকরণের মাধ্যমে প্রথম ৯০ এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জন
- সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি
- এইচআইভি সম্পর্কিত অপবাদ দূরীকরণ
- অগ্রাধিকার প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী এবং তাদের এইচআইভি সম্পর্কিত আবস্থা নিশ্চিত করণ

এ কার্যক্রমের আওতায় কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা জেলায় যথাক্রমে ৭-৮ জুন, ১৪-১৫ জুন এবং ১৯-২০ জুন ২০২১ খ্রি: তারিখে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট্য জেনারেল হসপিটাল, নারায়ণগঞ্জ এবং খুলনা মেডিকেল কলেজের সরাসরি তত্বাবধানে এবং সহযোগী এনজিও যেমন সেভ দ্যা চিল্ড্রেন, আইসিডিডিআর,বি, কেয়ার বাংলাদেশ , বন্ধু স্যোসাল ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি এবং মুক্ত আকাশ বাংলাদেশের সার্বিক সহয়তায় ২দিন ব্যাপী বিনামূল্যে ১০৩৭ জন ভাসমান এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি পরীক্ষা করা হয়। উল্লেখ্য যে, দুদিন ব্যাপী এই আয়োজনে কোন জেলাতেই এইচআইভি সনাক্ত হয়নি।

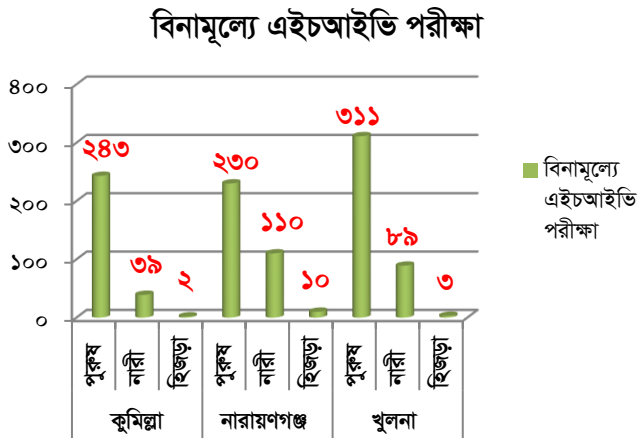

চিত্রঃ তিন জেলায় মোট এইচআইভি পরীক্ষা

মা থেকে শিশুতে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ কার্যক্রম (পিএমটিসিটি):

এইডস/ এসটিডি প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধানে এবং ইউনিসেফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ২০১৩ সাল হতে দেশের ৩টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পিএমটিসিটি সেবা কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয় যা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে ১৩টি সরকারি হাসপাতাল এবং কক্সবাজারের উখিয়ার ক্যাম্প এলাকার ২৩টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে ফলপ্রসূভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূখ্য উদ্দেশ্য শতকরা ৯০ভাগ এইচআইভি আক্রান্ত গর্ভবতী মাকে এইচআইভি পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করে মা থেকে শিশুতে সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং মা ও আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসা-সেবা নিশ্চিত করা। প্রতিটি হাসপাতাল প্রধানের তত্বাবধানে এবং ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন, অবস্ এন্ড গাইনী, পেডিয়াট্রিক ও ল্যাবোরেটরী বিভাগের সরাসরি সমন্বিত প্রয়াসে প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এইচআইভি পরীক্ষা এই প্রকল্প সেবার প্রথম পদক্ষেপ। যেসব মায়েরা গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সেবা নেবার জন্য প্রথমবারের মতো হাসপাতালে আসেন, পিএমটিসিটি প্রকল্প হতে তাদের কাউন্সিলিং এর মধ্য দিয়ে এইচআইভি পরীক্ষা করা হয় এবং একই দিনে ফলাফল

প্রদান করা হয় ।২০২১ সালের জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত এমন ৫৪,২৫৫জন মাকে এইচআইভি পরীক্ষা ও ফলাফল প্রদান করা হয়েছে (চিত্রঃ ১)। পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলার এন্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি), স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিরাপদ প্রসব এবং প্রসূত শিশুর এন্টিরেট্রোভাইরাল (এআরভি) প্রোফাইলেক্সিস নিশ্চিত করে পিএমটিসিটি কর্মীরা। তারা প্রকল্পে অর্ন্তভুক্তির পর হতেই মা, তার সঙ্গী, পরিবারের সদস্যদের জন্য হাসপাতাল এবং হোম ভিজিট/মোবাইল ফলোআপের মাধ্যমে বিভিন্ন গূরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়মিত কাউন্সিলিং যেমন ওষুধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা, পুষ্টি, নিরাপদ প্রসব, মাতৃদুগ্ধ পান, পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে।

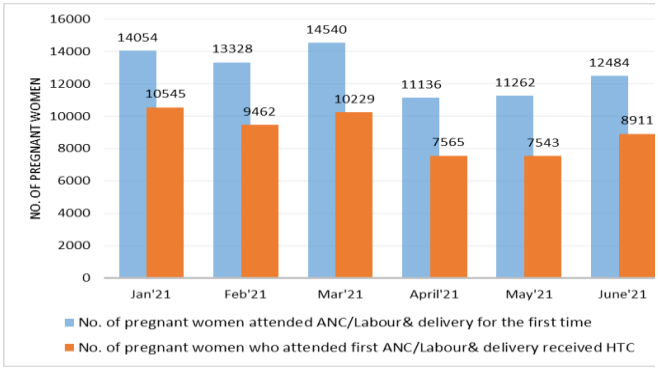

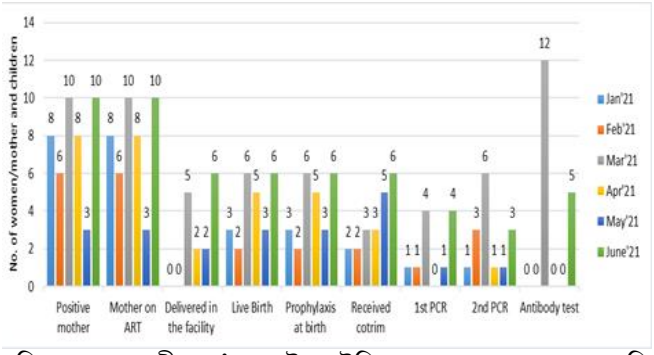

চিত্র ১: গর্ভকালীন/প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তীতে আগত মায়েদের এইচআইভি কাউন্সিলিং ও টেস্টিং সেবা গ্রহণ

২০২১ সালের জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত এইচআইভিতে আক্রান্ত মোট ৪৫ জন মাকে এই প্রকল্পের আওতায় সেবা প্রদান করা হয়েছে (চিত্র: ২)। যার মধ্যে নতুন সনাক্ত ১৪ জন এবং পূর্ব হতেই এইচআইভিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৩১ জন। মোট ২৫টি শিশুকে জন্মের পর পরই এআরভি প্রোফাইলেক্সিস দেয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে ১ম, ২য় পিসিআর ও এইচআইভি এন্টিবডি পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া, ২টি রেফারেল পিসিআর পরীক্ষা হয়েছে। এই নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সম্পূর্ণ চিকিৎসা ও সেবা পেয়েছে এমন মা থেকে শিশুতে এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা ১টি।

চিত্র ২: জানুয়ারী-জুন'২১ এইচআইভি আক্রান্ত মা এবং তাদের শিশুদের জন্য প্রদত্ত সেবাসমূহ

কোভিড-১৯ সংক্রমণের শুরু হতেই মা ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবার মান নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য পিএমটিসিটি কর্মীরা সাপ্তাহিক মোবাইল ফলো আপ শুরু করেছে ।২০২১ সালের জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১২০ জন গর্ভবতী মহিলা/ মা এবং তাদের ৯০ জন শিশুকে এইচআইভি এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণ বিষয়ক মোবাইল ফলো আপ করা হয়েছে। এছাড়াও, এইচআইভি আক্রান্ত মা ও তার শিশুর চিকিৎসা ও সেবার মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ, যেমন : 'ইউনির্ভাসেল প্রিকর্শন', 'পোষ্ট এক্সপোজার ম্যানেজমেন্ট', 'এইচআইভি টেস্টিং এন্ড কাউন্সিলিং', 'পিএমটিসিটি মা ও শিশুর চিকিৎসা এবং ব্যবস্থাপনা' পরিচালনা করেছে। ২০২১ সালের জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত মোট ২০৭ জন সেবা প্রদানকারীকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে । সুতরাং বলা যায়, পিএমটিসিটি প্রকল্পটি সেবা নিতে আসা মায়েদের এইচআইভি সর্ম্পকে জানার সুযোগ বৃদ্ধিসহ সাধারণ জনগণের এইডস নির্মূল কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা ঘটাতে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে আইসিডিডিআর,বি এর ব্যবস্থাপনায় এইচআইভি (HIV) প্রতিরোধ কর্মসূচির অগ্রগতি (ডিসেম্বর ২০২০ - জুন ২০২১)

গ্লোবাল ফান্ডের অর্থায়নে, এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (ASP) এর নেতৃত্বে এবং আইসিডিডিআর,বির ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে এই কার্যক্রমের আওতায় বন্ধু ও লাইট হাউস, এবং তাদের সহযোগী সংগঠন বাঁধন হিজড়া সংঘ ও সুস্থ জীবন সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩৭টি জেলায় ৫০টি সেবা কেন্দ্র (ডিআইসি, সাব-ডিআইসি ও আউটলেট) হতে পিয়ার এডুকেটর পরিচালিত আউটরীচ সেবার মাধ্যমে প্রায় ৩২,৫০০ এমএসএম (পুরুষ যৌনকর্মী সহ) এবং ৫,০০০ হিজড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সেবা প্রদান করে আসছে (চিত্র-১)।

এইসকল সেবা কেন্দ্র হতে মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট এই জনগোষ্ঠীর জন্য ক্লিনিক্যাল সেবা (যেমন-সাধারন রোগের চিকিৎসা, যৌনরোগের চিকিৎসা, এইচআইভি পরীক্ষা, যক্ষা রোগের স্ক্রীনিং এবং কাউন্সেলিং সেবা ইত্যাদি) প্রদান করে আসছে।

জটিল যৌনরোগের চিকিৎসা, সন্দেহভাজন যক্ষা রোগীর যক্ষা পরীক্ষা, এইচআইভি আক্রান্ত যৌন সংখ্যালঘুদের চিকিৎসা সেবার জন্য সরকারী সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়।

যৌন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মহিলা যৌন সঙ্গীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার জন্য রেফারেল সেবা, রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা, চিকিৎসা ও যাতায়াত ভাতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা চালু হয়েছে।

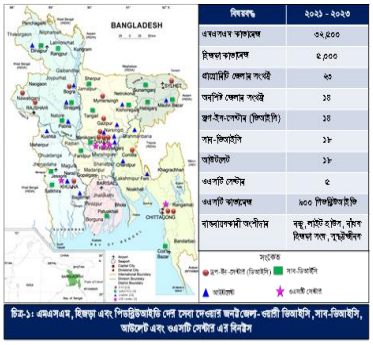

চিত্র-১: এমএসএম, হিজড়া এবং পিডব্লিউআইডি দের সেবা দেওয়ার জন্য জেলা-ওয়ারী ডিআইসি, সাব-ডিআইসি, আউটলেট এবং ওএসটি সেন্টার এর বিন্যাস

সারনী: এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসূচির অগ্রগতি (ডিসেম্বর ২০২০-জুন ২০২১)

কর্মসূচি	**অগ্রগতি (ডিসেম্বর ২০২০ - জুন ২০২১)**
কনডম বিতরণ	৪,৬২৮,৯১৯ টি
লুব্রিকেন্ট বিতরণ	৩৯৫,৭৯৭ টিউব
এসটিআই সেবা	৮,৪৪৮ এপিসোড
সাধারন স্বাস্থ্যসেবা	৮,৫৫৭ এপিসোড
টিবি স্ক্রিনিং	১৫,৯৪৩ জন

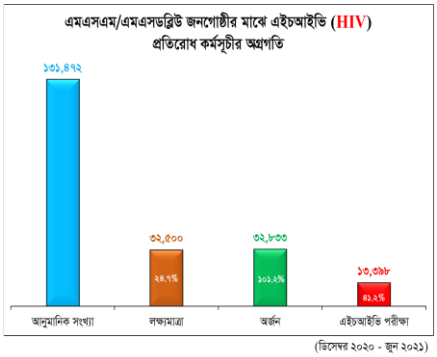

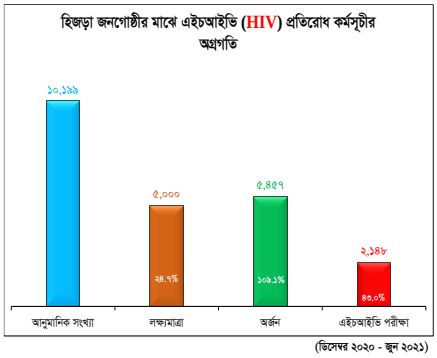

কভিড ১৯ মহামারীকালীন সময়ে এইচআইভি প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ

চিত্র ২: কোভিড-১৯ চলাকালীন এইচআইভি প্রতিরোধ সেবা প্রদান

লকডাউনের শুরুতেই এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসূচিগুলো চালানোর জন্য আইসিডিডিআর,বি এসআর/এসএসআর বরাবর একটি দিকনির্দেশনা মূলক গাইডলাইন প্রদান করে। সেবা কেন্দ্রের স্টাফদের চলাচলের সুবিধার জন্য এবং সীমিত পরিসরে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (ASP) স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগীতা প্রদানের জন্য চিঠি ও ডিআইসি স্টাফদের জন্য আইডিকার্ড প্রেরন করে। আইসিটি এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বেনিফিশিয়ারীদের সাথে কন্টাক্ট বাড়ানো,অস্থায়ী ডিপো স্থাপন করে তাতে প্রয়োজনীয় কনডম/লুব্রিকেন্ট সরবরাহ, ঘন ঘন সাক্ষাৎ এড়ানোর জন্য বেনিফিশিয়ারীদের ১৫দিন থেকে ১মাসের কনডম দেয়া হয়। স্টাফ ও বেনিফিশিয়ারীদের জন্য ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোভস, সেনিটাইজার ইত্যাদি) প্রদান করা হয় । রোগীদের লকডাউনে যাতায়তের জন্য সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে । বিশেষ ব্যবস্থায় টেক হোম ডোজ এর মাধ্যমে সুঁইয়ের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীদের (PWID) জন্য ওপিওয়েড সাবস্টিটিউশন থেরাপি **(OST)** নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে ।

<u>এইচআইভি আক্রান্ত যৌন সংখ্যালঘুদের চিকিৎসা সেবা</u>

সরকারি এআরটি সেবা কেন্দ্র থেকে এ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) গ্রহনে সহয়তা প্রদান এবং সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা ও ক্ষমতায়নের জন্য ৫টি প্রধান শহরে (ঢাকা, চট্রগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও বগুড়া) ৬ জন পিয়ার নেভিগেটর নিযুক্ত আছে। এইচআইভি পরীক্ষা কর্মসূচির অধীনে ডিসেম্বর,২০২০ হতে জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩৭জন এইচআইভি আক্রান্ত যৌন সংখ্যালঘু ব্যক্তি সনাক্ত করা হয়। তার মধ্যে ২৫জন বর্তমানে এআরটি চিকিৎসা সেবার আওতায় আছে। উল্লেখ্য যে, যৌন সংখ্যালঘুদের মহিলা যৌন সঙ্গীদের মধ্যে কেহ এইচআইভি আক্রান্ত হলে তাদেরও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে।

<u>তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসূচি</u>

এই সেবার আওতায় যে সকল এমএসএমদের প্রচলিত সেবা প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া কঠিন, তাদেরকে তথ্য প্রযুক্তি (ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ) ব্যবহার করে আচরন পরিবর্তনের উপকরণসমূহ সরবরাহ, প্রকল্পে নিবন্ধিত এমএসএম ও হিজড়াদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান এবং কুইজ, এইচআইভি ও এসটিআই সংক্রমনের ঝুঁকি মূল্যায়ন, এসএমএস ও ভয়েস এসএমএস এর মাধ্যমে এইচআইভি প্রতিরোধে সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান করা হয়। জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩,৬৫,৬৭৭ টি এসএমএস এবং ৭০,১২১টি ভয়েস এসএমএস প্রেরণ করা হয়েছে। এইচআইভি বিষয়ক বিস্তারিত জানতে মোবাইলের **Play store এ (HIV info)**অ্যাপ লিংক - **bit.ly/2m2MjVG** ও ওয়েবসাইট লিংক - **www.asphivinfo.icddrb.org** অথবা **bit.ly/2kaozhZ.** তাছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রে ট্যাবের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্লিনিক্যাল সেবার তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

জাতি সংঘের উচ্চ পর্যায়ের সভায় এইচআইভি এবং এইডস নিয়ে গৃহীত রাষ্ট্রীয় ঘোষনাপত্র (Political Declaration): বৈষম্যের অবসান এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস নির্মুলকরণ

পটভূমিকা: এইচআইভি বিষয়ে জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে সেই থেকে প্রতি ৫ বছর পর পর অনুষ্ঠিত এই সভায় গৃহীত লক্ষ্য সমূহ এইডস নির্মুলের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে,বিশ্বব্যাপী সংহতি প্রদান করছে এবং আর্ন্তজাতিক কর্মসূচিতে এইডসকে স্থান দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করছে। এই বছর ৮ থেকে ১০ জুন, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও অন্যান্য সরকারী প্রতিনিধিগন জাতিসংঘে একত্রিত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস মহামারী বন্ধের লক্ষ্যে পরবর্তী ৫ বছরের জন্য এইচআইভি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যপ্রনালী নির্ধারনের নিমিত্ত নতুন রাষ্ট্রীয় ঘোষনাপত্রে সম্মত হন।এই ঘোষনাপত্রে ২০২৫ সালের জন্য নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা রাষ্ট্রসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হিসেবে এইডস মহামরীর অবসান ঘটাতে বিশ্বকে পথ দেখাবে। বাংলাদেশও এই ঘোষনায় একাত্নতা পোষন করেছে।

বৈশ্বিক মহামারী সংক্রান্ত তথ্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় য়ে,ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীদের মাঝে এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার বা তাদের থেকে অন্যদের মাঝে সংক্রমিত করার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া সাধারণ জনগোষ্ঠী তুলনায় ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীদের মাঝে এইচআইভির ব্যপকতা বেশি। কিন্তু আশার কথা হলো এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যদি নিয়মিত চিকিৎসা সেবা গ্রহন করে থাকে তাহলে তাদের থেকে এইচআইভি ছড়ানোর সম্ভাবনা একেবারেই কমে যায়, যা এন্টিরেট্রোভাইরাল ড্রাগ থেরাপির প্রতিরোধমূলক কার্যকরিতার সাথে সম্পর্কিত। যাদের রক্তে এইচআইভি ভাইরাসের উপস্থিতি নির্নয় করা যায় না (undetectable viral load) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২১ সালের গাইডলাইনে এটি Undetectable+Untransmittable (U=U) হিসেবে উল্লেখিত।

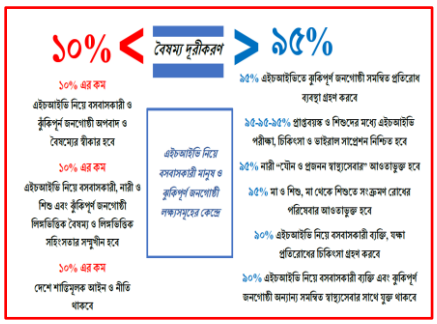

নতুন রাষ্ট্রীয় ঘোষনাপত্র(Political Declaration) ২০২১: লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি

ক. বৈশ্বিক এইডস নির্মূল কৌশলনীতি (Global AIDS Strategy) ২০২১-২০২৬: লক্ষ্যসমূহ
এছাড়াও,

- **৪৫%** এইচআইভি নিয়ে বসাবাসকারী ও ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠী এবং কোন না কোনভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিদের এক বা একাধিক সামাজিক সুরক্ষা সেবা গ্রহণের সুবিধা প্রদান
- সে সকল মানুষের কাছে সেবা পৌঁছানো যারা এখনো এইচআইভি নিয়ন্ত্রণ কর্মপরিকল্পনার বাহিরে রয়েছে।

খ. ঘোষনাপত্রের প্রতিশ্রুতি সমূহঃ

- বৈষম্যের অবসান এবং এইডস নিমূলের নিমিত্তে সংশ্লিষ্টদের তৎপরতা
- সমন্বিতি এইচআইভি প্রতিরোধের কার্যকর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন
- এইচআইভি পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং ভাইরাল সাপ্রেশন নিশ্চিতকরন
- মা থেকে শিশুতে এইচআইভির সংক্রমণ এবং শিশুদের এইডস কমানো
- লিঙ্গভিত্তিক সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন
- কমিউনিটি ভিত্তিক নেতৃত্ব
- মানবাধিকার উপলব্ধিকরণ এবং সেইসাথে অপবাদ ও বৈষম্য দূরীকরণ
- বিনিয়োগ এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার
- সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সমন্বয়
- ডাটা, বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবক
- জাতিসংঘের এইচআইভি সম্পর্কিত যৌথ প্রোগ্রাম

কাউকে পিছনে রেখে নয়: Leave no one behind

সেভ দ্য চিলড্রেন কর্তৃক বাস্তবায়িত এইচআইভি সেবা কার্যক্রম

সেভ দ্য চিলড্রেন প্রিন্সিপ্যাল রিসিপিয়েন্ট হিসাবে নারী যৌনকর্মী এবং তাদের সঙ্গীদের এবং সুঁইয়ের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী এবং তাদের যৌনসঙ্গীদের জন্য এইচআইভি প্রতিরোধে সমন্বিত কার্যক্রম এবং এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা, সেবা ও সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি কেয়ার বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম (আসক্ত পূনর্বাসন সংস্থা ও মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ); লাইট হাউস কনসোর্টিয়াম (লাইট হাউস ও নারী মুক্তি সংঘ); আশার আলো সোসাইটি; সেক্সওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক (এসডাব্লিউ); নেটওয়ার্ক অব হু ইউজ ড্রাগস (এসপিইউড); নেটওয়ার্ক অব

পিএলএইচআইভি (এনওপি+)। ১৮ জেলা যেমন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজিপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উদ্দেশ্যঃ এইচআইভি পরিসেবার পরিধি,সনাক্তকরণ বৃদ্ধি এবং নতুন সংক্রমণ প্রতিরোধ ; আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, যত্ন এবং সহায়তা পরিসেবা গুলোতে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত ; জাতীয় সার্বজনীন এইচআইভি ও এইডস কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন স্তরে সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি ; কৌশলগত তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা।

বাস্তবায়ন কৌশলঃ

১. সমন্বিত এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রমের পরিসেবার উন্নতি ও সম্প্রসারনের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন সংক্রমণ রোধ

২. এইচআইভি পরীক্ষার সম্প্রসারনের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর থেকে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করা

৩. এইচআইভি আক্রান্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য নিরবিচ্ছিন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এইচআইভি রোগ ও মৃত্যু হ্রাস করা এবং ভবিষ্যত সংক্রমণ হ্রাস করা

৪. কমিউনিটি এবং সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাদের স্বাস্থ্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে ক্ষমতায়ন, সংযুক্তি ও ক্রস-রেফারালের মাধ্যমে উন্নত সেবা এবং এইচআইভি সেবাগুলো পরিচালনা ও বিতরণ করার সক্ষমতাকে বৃদ্ধির মাধ্যমে কলঙ্কমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি

৫. বৈষম্য রোধকল্পে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী ও সহায়তাদানকারী সংস্থা এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে আইনী সংস্কারের ব্যবস্থা এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি সেবা কার্যক্রম সহজিকরণ করা

এইচআইভি/এইডস পরিসেবাগুলোকে সমন্বিত করার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

অগ্রগতি (জানুয়ারি - জুন ২০২১) ঃ

- এপ্রিল ২০২১ থেকে ফান্ডিং রিকোয়েস্ট (এনএফএম-৩) এর কার্যক্রম শুর ; এন জিও এবং কমিউনিটি নেটওয়ার্কের সাথে ক্যাপাসিটি এসেসমেন্ট পূর্বক চুক্তি সম্পন্ন ।
- ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, এইচ আই ভি সংক্রমনের হার এবং ঝুকি বিবেচনায় কম্প্রিহেন্সিভ সার্ভিস এবং নুন্যতম সার্ভিস দেওয়ার জন্য কম্প্রিহেন্সিভ ডিআইসি, ডিআইসি এবং আউটলেট স্থাপনও স্থানন্তর
- কোভিড-১৯ কে বিবেচনায় নিয়ে বিকল্প কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে
- ১৪,০৩৫ জন মাদকগ্রহনকারী এবং ২৩,০০০ জন যৌনকর্মীদের জন্য ৫৯ টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে এইচআইভি প্রতিরোধে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে (মাদকগ্রহনকারীদের জন্য ৩৪ টি কেন্দ্র এবং যৌনকর্মীদের জন্য ২৫ টি কেন্দ্র)।
- ১৩,৭৯৪ জন মাদকগ্রহনকারী এবং ২৩,২৯৩ জন যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান।
- ৬,৮৯০ মাদকগ্রহনকারী ১৩,৩৯২ যৌনকর্মীর এইচআইভি পরীক্ষার মাধ্যমে ১৭ জন মাদকসেবী ও ১ জন যৌনকর্মী এইচআইভি আক্রান্ত সনাক্ত।
- ২,১০২ মাদকগ্রহনকারীকে ওরাল সাবস্টিটিউশন থেরাফি (ওএসটি) প্রদান
- যৌনকর্মীদের মাধ্যে ৪,৬৪০,৯৭৩টি (ফ্রি - ৪,১৬৬,৬০৯ এবং এসএমসি ৪৭৪,৩৬৪) এবং মাদকগ্রহনকারীদের মধ্যে ৩০৯,৬৪৩টি কনডম বিতরণ।
- মাদক গ্রহনকারীদের মধ্যে ১,৫৮৭,১৭২টি সিরিঞ্জ এবং অতিরিক্ত ৪২০,২৬৬টি নিডল বিতরণ।
- যৌনকর্মীদের মধ্যে ৬,৬৪৬ এবং মাদক গ্রহনকারীদের মধ্যে ৮৩১ যৌনরোগের চিকিৎসা প্রদান।
- ৭৭৫ জন এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিকে এআরভি চিকিৎসা সেবা প্রদান।

বয়স্ক যৌনকর্মীদের মাঝে বিকল্প জীবিকার সামগ্রী প্রদান

কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

যৌনবাহিত সংক্রমণ সার্ভিলেন্স, বাংলাদেশ

যৌনবাহিত সংক্রমণ হলো এমন এক ধরনের সংক্রমণ যা যৌন বা শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়ায়। প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্যের ইপর এর প্রভাব বেশি লক্ষণীয় যেমন- বন্ধ্যাত্ব, মা থেকে সন্তানের মধ্যে সংক্রমণ ইত্যাদি। বিভিন্ন গবেষণায় উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর (নারী যৌনকর্মী, সমকামী/পুরুষ যৌনকর্মী/হিজড়া, সূচ/সিরিঞ্জ এর মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী) মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমণ এর হার জানা গেলেও বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমণের তথ্য অপ্রতুল। সাধারণ মানুষের মাঝে যৌনবাহিত সংক্রমণ এর ব্যাপকতা ও ঝুঁকি নির্ণয়ের জন্য ২০১৯ সাল থেকে দেশের আটটি বিভাগে ৬ টি সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ২টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং খুলনা, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা ও কক্সবাজারে ১১ টি ড্রপ ইন সেন্টারে **সার্ভিলেন্স** শুরু হয় যা ২০২১ সালের জুন মাসে শেষ হয়।

সার্ভিলেন্স এর লক্ষ্য :

সিন্ড্রোমিক এবং ইটিওলজিক্যাল পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যার যৌনবাহিত সংক্রমণ নির্ণয়ের মাধ্যমে রোগের পরিধি চিহ্নিত করা এবং গনোরিয়া জীবাণুর অ্যান্টিবায়োটিক সংবেদনশীলতার প্যটার্ন পর্যবেক্ষণ করা।

ফলাফলঃ

হাসপাতালের বর্হিবিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা সাধারণ জনগোষ্ঠীর মোট ১,২৪,৬৩১ জন পুরুষ এবং ১,৬৭,৭৯৫ জন নারী রোগীর মধ্যে সিন্ড্রোমিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী মোট ৭৮০ জন পুরুষ এবং ১৮২৯ জন নারী যৌনবাহিত সংক্রমণে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা হয়। এদের মধ্যে এডজাস্টেড প্রিভিলেন্স এস্টিমেসন (Adjusted prevalence estimation) করে দেখা যায় ০.১২% সাধারন মানুষ যৌনবাহিত সংক্রমণে আক্রান্ত, যা নারীদের ক্ষেত্রে ০.১৪% এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ০.০৮%। পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি আক্রান্ত ১৮-২৯ বছর বয়সে, অন্যদিকে নারীদের ক্ষেত্রে বেশি আক্রান্ত ৩০-৩৯ বছর বয়সে। পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বিবাহিতের হার ৪৯.৫% এবং ৯৬.৪৫%। এদের বেশিরভাগই স্বল্প শিক্ষিত (অষ্টম শ্রেণী বা তার কম)। ৪১.৫% পুরুষ একাধিক যৌন সঙ্গীর কথা জানিয়েছেন, নারীদের মাঝে এই হার ছিলো ২.৫২%। বেশিরভাগ রোগী/ তার সঙ্গী নিয়মিত কনডম ব্যবহার করতো না (৪.৪৭% পুরুষ ও ৮.০৯% নারী)।পুরুষদের মাঝে বেশি পাওয়া গেছে STI-3 (Urethral discharge syndrome) (৮২.৬৯%), নারীদের মাঝে STI-4 (Vaginal discharge syndrome) (৮৯.০১%)। এসটিআই হিসেবে সনাক্ত ১৭৮৮ জনের নিকট থেকে নমুনা নিয়ে পিসিআর পরীক্ষা করা হয়, যার মধ্যে ৮২% (১৪৬৭ জন) এর নমুনায় যৌনরোগের জীবাণু সনাক্ত করা গেছে। সনাক্তকৃত নমুনার ৫৬% ই ছিলো মিক্সড ইনফেকশন এবং ৪৪% ক্ষেত্রে মাত্র একটি জীবাণুর উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমণের হার সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি (২৬.৫%)। সেবা নিতে আসা নারী যৌনকর্মী, সমকামী/পুরুষ যৌনকর্মী/হিজড়া এবং সূঁচ এর মাধ্যমে মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই হার যথাক্রমে ৪৮.৫৪% (১০০০ জন) , ২৪.১৭% (৩১৪ জন) এবং ৬.০৮% (১২৫ জন)। বেশিরভাগ নারী যৌনকর্মীরা ছিলো ২৫ থেকে ৩৮ বছর বয়সের (৪১.২%), সমকামী/পুরুষ যৌনকর্মী/হিজড়া ছিলো তুলনামূলক তরুণ বয়সের ১৮-২৪ বছর (২৯.৬%) এবং সূঁচ এর মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী ছিলো মধ্যবয়সী, ৩০-৪৫ বছর (৭২%)। বেশির ভাগ ঝুঁকি পূর্ণ জনগোষ্ঠীর ই কোন প্রথাগত শিক্ষা ছিলো না। আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশ নারী যৌনকর্মী (৫৩.৪%) ও সূঁচ এর মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীরা (৭৩.৬%) বিবাহিত। অধিকাংশ আক্রান্তরা ছিলো নিম্ন আয়ের (মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার ও নিচে)। ৯৫.১০% নারী যৌনকর্মী, ৯০.৭৬% সমকামী/পুরুষ যৌনকর্মী/হিজড়া এবং ৮৮.৮% সূঁচ এর মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের একের অধিক যৌন সঙ্গী ছিলো। মাত্র ১২% নারী যৌনকর্মী জানিয়েছেন, নিয়মিত সঙ্গীর সাথে যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গী নিয়মিত কনডম ব্যবহার করে। সমকামী/পুরুষ যৌনকর্মী/হিজড়াদের মধ্যেও এই হার অনেক কম। সূঁচ এর মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এই হার মাত্র ১.৮২%। বেশির ভাগ নারী যৌনকর্মী (৯৭.৩%) STI-5 (Vaginal discharge syndrome) এ আক্রান্ত , ৫২.৪৭% সমকামী/পুরুষ যৌনকর্মী/হিজড়া এবং ৮৮.৮% সূঁচ এর মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী STI-3 (Urethral discharge syndrome) এ আক্রান্ত।

বাংলাদেশে যৌনবাহিত সংক্রমণ নিয়ে যে তথ্যের ঘাটতি ছিলো, এই সার্ভিলেন্স তা কিছুটা হলেও পূরণ করেছে। তবে, সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রামণের প্রবণতা ও ঋতু ভিত্তিক বৈচিত্রের তথ্য জানতে স্বল্প সময়ের সার্ভিলেন্স যথেষ্ঠ নয়। এ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

যৌনপল্লী ভিত্তিক যৌনকর্মী এবং তাদের ক্লায়েন্টের জন্য এসটিআই এবং এইচআইভি প্রতিরোধ পরিসেবা প্যাকেজ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন ৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির আওতায় অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে জাতীয় এইডস/ এসটিডি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বাংলাদেশের প্রতিটি যৌনপল্লীতে যৌনকর্মী ও তাদের খরিদ্দারদের জন্য যৌনরোগ ও এইচআইভি প্রতিরোধে বেসরকারী সংস্থা পায়াকট বাংলাদেশ তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান নারী মৈত্রী এবং বাংলাদেশ উইমেনস হেলথ কোয়ালিশন এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে।

বাস্তবায়ন কৌশল/কাজের মডালিটিঃ সার্ভিস ডেলিভারি পয়েন্ট- ডিআইসির মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল সেবা প্রদান ও আউটরীচ সেবা (স্বাস্থ্য শিক্ষা, কনডম প্রমোশন - ডিস্ট্রিবিউশন ও ডেমোনেস্ট্রেশন, কাউন্সিলিং ও রেফারেলসেবা) ।

কর্ম এলাকাঃ

১০টি যৌনপল্লী ঃ দৌলতদিয়া, রাজবাড়ি; কান্দাপাড়া, টাঙ্গাইল, সিএন্ডবি ঘাট ও রথখোলা, ফরিদপুর; মাড়োয়ারী মন্দির, যশোর; কুচুয়াপট্টি, বাগেরহাট; বানিশান্তা, খুলনা; চরপাড়া, পটুয়াখালি; রানীগঞ্জ, জামালপুর এবং গাঙ্গিঁনারপাড়, ময়মনসিংহ।

অর্জনসমুহঃ (জানুয়ারি থেকে জুন ২০২১)

১. **রীচ ঃ** প্রত্যক যৌনপল্লীতে বসবাসরত যৌনকর্মীদেরকে বিভিন্ন সেবা প্রদান এবং ট্র্যাকিং এর জন্য একক (ইউনিক) সংখ্যায় মাদার লিষ্ট প্রস্তুত ও তিনমাস অন্তর হালনাগাদ করা। লিষ্টভুক্ত মোট ৩৫৪৬ জন যৌনকর্মীকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বিনামূল্যে কনডম প্রদানের মাধ্যমে রীচ হয়েছে । যা লক্ষমাত্রার ৯৬%।

২. **বিসিসি সেশন ঃ** এইচআইভি/এইডস, যৌনরোগ এবং যৌনকাজে সঠিক নিয়মে কনডম ব্যবহার বিষয়ে- যৌনপল্লীর ভিতরে বা ডিআইসিতে মোট ১,১২১ টি দলীয় এবং ৫১,২২০ টি একক স্বাস্থ্য শিক্ষার সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলীয় আলোচনায় গড়ে ৮ জন যৌনকর্মী অংশগ্রহণ করেছে এবং একজন গড়ে ৩টি একক স্বাস্থ্য শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

৩. **বিনামূল্যে কনডম বিতরণঃ** ১০টি যৌনপল্লীতে মাদারলিষ্ঠভুক্ত যৌনকর্মীদেরকে মোট ১,৫২৮,৫৯২ পিস কনডম বিতরণ করা হয়েছে। একজন গড়ে ৪৩১ পিস কনডম গ্রহণ করেছে।

৪. **কাউন্সেলিংসেবা ঃ** যৌনকাজে ধারাবাহিক ও সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার, ভালবাসার মানুষ-বাবু ও বান্ধা খদ্দেদের মধ্যেও যৌনকাজে কনডম ব্যবহার নিশ্চিত করা, যৌনরোগের চিকিৎসা, এইচটিসি এবং ড্রাগ অপব্যবহার বিষয়ে মেডিকেল এসিসটেন্ট কাম কাউন্সিলর কাউন্সিলিংসেবা প্রদান করে থাকেন। মোট ৬,৯৯১ টি কাউন্সিলিং সেশন সম্পর্ণ হয়েছে, এতে একজন গড়ে ২ বারের বেশি এ পরামর্শ পেয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহনে সক্ষম হচ্ছে।

৫. **প্রজনন স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঃ** জানুয়ারি থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১,৮২৫ জন যৌনকর্মীকে মেডিকেল এসিসটেন্ট কাম কাউন্সিলরের মাধ্যমে স্পাকুলাম পরীক্ষা করা হয়।

৬. **যৌনরোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা প্রদান ঃ** জানুয়ারি থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩,৪৭৮ টি এসটিআই কেস (ইপিসোড) ম্যানেজড (ডায়গোনিস্টিক, চিকিৎসা ও কাউন্সিলিং) করা হয়েছে । যার মধ্যে ১,৮৯৭ জন সুস্থ্য হয়েছে ।বিগত একবছরের এসটিআই চিকিৎসা এবং কিউর প্রবাহরেখাই প্রমাণ করে ডিআইসির ধারাবাহিক ও গুনগত এসটিআই চিকিৎসাসেবা। প্রকল্প শুরুর সাথে সাথেই ১০জন মেডিকেল এসিসটেন্ট কাম কাউন্সিলর এএসপিতে এ কাজের জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

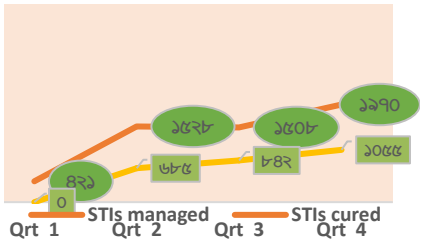

৭. **এইচআইভি পরীক্ষা ঃ সাতজন (৭)** জন মেডিকেল এসিসটেন্ট কাম কাউন্সিলর এএসপি হতে এ কাজের জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ৩জন পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতা এবং জয়েন্ট ভেঞ্চার লিড থেকে প্রশিক্ষিত হয়েছেন। যৌনকর্মী এবং তাদের খদ্দেরদেরকে এইচআইভি পরীক্ষার জন্য, এএসপি জয়েন্ট ভেঞ্চার লিডকে ৪৫০০ পিস ডিটারমাইন্ড র‍্যাপিড টেস্ট কিট, ৩০ পিস ফাস্ট রেসপন্স এবং ২০ পিস ইউনিগোল্ড টেস্ট কিটস্ সরবরাহ করেছে। জানুয়ারি থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৮৪৬ জন যৌনকর্মী স্ব-স্বপ্রোদিত হয়ে এইচআইভি পরীক্ষা করেছে যার সিংহভাগ হয়েছে ডিআইসিতে। এদের মধ্যে ২জন পজিটিভ রোগী সনাক্ত হয়েছে এবং কেস ম্যানেজমেন্ট ও পোস্ট কাউন্সিলিং করে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়েছে । এইচ আইভি টেস্ট কার্যক্রমের লিংক ঃ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4361719940550812&id=100001385480048

৮. জয়েন্ট ভেঞ্চার পায়াক্ট বাংলাদেশ উক্ত এইচআইভি পরীক্ষাসেবা DHIS2 Web-Portal মাধ্যমে হালনাগাদ করছে যা বৈশ্বিক ৯০-৯০-৯০ লক্ষ্যমাত্রা অজর্নে সক্রিয় ভুমিকা পালন করছে।

৯. **সাধারণ রোগের চিকিৎসা প্রদানঃ** ডিআইসি থেকে মোট ৩,৩৫৫ জন যৌনকর্মী সাধারণ রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করেছে। এছাড়া রেফারেলের মাধ্যমেও ১১৫ জন যৌনকর্মী এবং ৬৮ জন কিশোর- কিশোরী (যৌনকর্মীদের সন্তান-সন্ততি) বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে চিকিৎসা পেয়েছে।

১০. **স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক যৌনকর্মীদের মাঝে জরুরী অন্যান্য সেবা প্রদান ঃ** বৈশ্বিক মহামারি, করোনাকালে ডিআইসি এবং সেলফ্ হেল্প গ্রুপ এর তত্বাবধানে যৌনকর্মীদেরকে যৌনপল্লীতে বিভিন্নসেবা যেমন ঃ করোনা প্রতিরোধ/সচেতনার লিফলেট, মাস্ক, খাবার স্যালাইন, চাল ও ডালসহ বিভিন্ন জরুরীসেবা জেলা প্রশাসন, সিভিল সার্জন, ইউএইচএফপিও মহোদয় যৌনকর্মীদেরকে প্রদান করেছে।

ওয়েব লিংক ঃ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4087297157993093&id=100001385480048
https://docs.google.com/document/d/1QSqN-nAcaAvJxae-yISaSaTITjlk0anjdc5Hl51Ma0Y/edit

কক্সবাজারে বলপূর্বক বাস্তচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক (রোহিংগা জনগোষ্ঠী) দের বর্তমান ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য এইচআইভি/এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ঃ আইওএম

রোহিংগা ও স্থানীয় জনগনের সামগ্রিক এইচ আইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও সেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে আইওএম জাতীয় এইডস ও এসটিডি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সাথে সহযোগী হয়ে কক্সবাজারে এইচআইভি এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

মূল স্তম্ভ ঃ ক্যাম্প পর্যায়ে এইচআইভি টেস্টিং ও কাউন্সেলিং সেবা সম্প্রসারণ, রোহিংগা জনগোষ্ঠির জন্য এআরটি সহায়তা প্রদান, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সেক্সুয়াল ও রিপ্রোডাক্টিভ হ্যালথ (এসআরএইচ) ও এইচআইভি সমন্বয়করণ।

আইওএম বর্তমানে ক্যাম্প ২ডব্লু ,৩, ৯, ১৩, ১৫, ১৯ এবং ২৪ এর সাতটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এইচআইভি টেস্টিং ও কাউন্সিলিং (এইচটিসি) এবং পিএমটিসি সেবা প্রদান, এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের কক্সবাজার সদর হাসপাতালে এআরটি চিকিৎসা শুর করা ও উখিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঔষধ পুনঃসর্বরাহের জন্য রেফারেল সহায়তা প্রদান করে থাকে। এবছর ২৬ জন মেডিকেল অফিসার, ৮ জন নার্স, ৮ জন মিডওয়াইফ ও ১৩ জন মেডিকেল এসিস্টেন্টসহ ৬৩ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে এইচআইভি এইডসের উপর সাধারণ ধারণা, কাউন্সেলিং ও টেস্টিং, পিএমটিসিটি ও ফলোআপের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

<u>জানুয়ারী থেকে জুন ২০২১ সময়কাল পর্যন্ত এই কর্মসূচীর নিম্নলিখিত অর্জন ছিলঃ</u>

- একজন ফুলটাইম নার্স এবং একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত এআরটি কর্ণারে ১৫২ জন এইচআইভি আক্রান্ত রোগী ঔষধ পুনঃসরবারহের জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন।
- পূর্ববর্তী তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্রে এইচআইভি টেস্টং ও কাউন্সেলিং (এইচটিসি) সেবা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি নতুন করে ৪টি কেন্দ্রে এইচটিসি সেবা কার্যক্রম শুরু।
- গত ছয় মাসে এই সাতটি কেন্দ্রে ৪,৮৩৭ জন গ্রাহককে কাউন্সেলিং ও টেস্টিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৩ জন (৯ জন মহিলা, ৪ জন পুরষ) এইচআইভি সনাক্ত হয়েছেন যাদের সদর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার জন্য রেফার করা হয়েছে।
- গত ছয় মাসে ০৬ (ছয়) জন পজিটিভ সহ মোট ২,৭৫৪ গর্ভবতী মহিলাদের স্ক্রিনিং বা পরীক্ষা করা হয়েছে।
- এইচটিসি কেন্দ্রেগুলোতে নিযুক্ত ডাক্তার, নার্স, মিডওয়াইফ ও ল্যাব টেকনলজিস্টসহ ২৩ জন স্বাস্থ্যকর্মকে এইচআইভি টেস্টিং, কাউন্সেলিং ও সেবার উপর একটি ২-দিন ব্যাপী এবং ৩৩ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ৪০ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে যক্ষা, ম্যালেরিয়া ও এইচআইভি/এইডসে বিষয়ক ২-দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান
- এছাড়াও, আইওএম স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যায়ে এইচআইভি সংক্রমন প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকর্মীদের সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বা পিপিই প্রদান, দূর্ঘটনাক্রমে শরীরের ফ্লুইড স্লিপেজের ক্ষেত্রে হাত ধোয়ার পয়েন্টের ব্যবস্থা, চিকিৎসা সামগ্রী জীবানুমুক্তকরণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ সবধরণের সংক্রমন প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (আইপিসি) ও স্ট্যান্ডার্ড প্রিকর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।